দৈনিক সংবাদ

04 DEC 1987
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ... 3 ...

এস,এস,সি পরীক্ষার ভূগোল প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কথা

বিগত কিছু দিন ধরে দৈনিক সংবাদ-এ উল্লেখিত শিরোনামে জনাব জোবেদ আলীর লিখিত একটি চিঠি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বেশ কিছু চিঠি ছাপা হচ্ছে। প্রথমতঃ বলা যায় শরীফ সাঈদের আপত্তিজনক ভাষায় চিঠির প্রতিবাদ করে ভূগোল সিলেবাস ও বইকে বিস্তারিত করার উপদেশ। দ্বিতীয়তঃ জনৈকা ছাত্রীর সমর্থন। তৃতীয়তঃ জনৈক একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রের মন্তব্য "জনাব জোবেদ আলী মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য কিছু সুপারিশ করেননি।"

১৯৪৭ সালের আগে ভূগোলের নম্বর ছিল ৫০। ১৯৪৭ সালের পরেও কিছু দিন এটা চালু ছিল। তারপর হলো নবম শ্রেণীতে সমাজপাঠ পাঠ্য। যার মধ্যে পৌরনীতি, ইতিহাস ও ভূগোল ছিল। তারপর ভূগোল পাঠ্য ছিল ঐচ্ছিক হিসেবে। ১৯৮৫ সালে হলো আবশ্যিক। কারিকুলাম যারা তৈরী করেন, তারা জানিয়েছিলেন ভূগোল ও অন্যান্য বিষয়গুলো মোটামুটি প্রাথমিক জ্ঞানদানই এর উদ্দেশ্য। যারা বিস্তারিত জানতে ও শিখতে উৎসাহী, তারা ঐচ্ছিক হিসাবে ভূগোল ও অন্যান্য বিষয় পড়তে পারবে। ১৯৮৫ সালে ভূগোল বাধ্যতামূলক করলেও ঐচ্ছিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল যে কেউ পড়তে পারে। কাজেই বাধ্যতামূলক ভূগোলের সিলেবাস পরিব্যাপ্ত বা ব্যাপক করবার কোন প্রয়োজন বিশেষজ্ঞরা বোধ করেননি। কিন্তু সিলেবাস কমিটি এটাকে অযৌক্তিকভাবে বিস্তৃত করেছেন। এ জন্য আমি ও আমার সহকর্মীরা সবাই ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ শুনে আসছি, তারা পরীক্ষার সময় সকল প্রশ্নের পূর্ণ জবাব দিতে হিমশিম খায় সময় অভাবে। দশটি প্রশ্নের কোনটি সংক্ষেপে লেখা যায় না, লিখলেও নম্বর মেলে না। অথচ সময়ও যথেষ্ট নয়। সম্ভবত জনাব জোবেদ আলীও এই অভিযোগ শুনেই কিছু সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ভূগোল যেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে জন্য ভূগোল নিয়ে এত গোল। ছাত্র-ছাত্রীদের বলি, যারা ভূগোল পড়ে মানবজাতির কল্যাণ করতে চাও, তাদের জন্য তো ঐচ্ছিক ভূগোল রয়েছে। ভূগোল নিয়ে অনার্স এমন কি পি, এইচ, ডি করতে পার। কিন্তু সবার কাছে তো এটা সহজসাধ্য নয়। তা হলে এটা নিয়ে এত লেখালেখি কেন? আর সম্পাদক সাহেবই বা এসব চিঠি ছাপতে এত আগ্রহী কেন? ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ তা তাদের শিক্ষক, বিশেষজ্ঞরা ভাল বোঝেন। ছাত্র-ছাত্রীরা কি নিজেদের পাঠ্যসূচী, সিলেবাস, পাঠ্যবই নিজেরাই তৈরী করে দেবে এবং তাই শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়াবেন? সম্পাদক সাহেবকে অনুরোধ, এই নিরর্থক চিঠিপত্র না ছাপতে। বিশেষজ্ঞরা এ জন্য চিন্তা-ভাবনা করবেন।

খোরশেদুল আলম
সহকারী শিক্ষক
পাইকপাড়া হাই স্কুল,
দিনাজপুর।

এস,এস,সি পরীক্ষার ভূগোল ও প্রাসঙ্গিক কথা

বিগত কিছু দিন যাবৎ সংবাদ-এ উল্লেখিত শিরোনামে বেশ কিছু চিঠি পড়েছি। চিঠির সূত্রপাত করেছিলেন জনৈক শিক্ষক। তারপর তার চিঠির প্রত্যুত্তর দিলেন জনৈক ছাত্র। যার চিঠির ভাষা আমাকেও পীড়া দিয়েছে। জানি না অধিক ভূগোল পড়ে ও চর্চা করে ভাষা শিখতে ভুলে গেছে কিনা জনাব শরীফ সাঈদ। তবে ছাত্রদের লেখালেখিতে আমার মনে হচ্ছে, এস, এস, সি পরীক্ষার সকল বিষয়ের মধ্যে ভূগোলই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা না হলে এ বিষয়টি নিয়ে এত লেখালেখি কেন। জনাব জোবেদ আলী সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স, মেধা ও বাস্তব দিকটা বিবেচনা করে যে সুপারিশ করেছিলেন, তা আমরা পড়েছি। প্রস্তাবগুলোকে আমার মত শিক্ষকদের কাছে আপত্তিকর বলে মনে হয়নি। তবে পত্র লেখকরা ইংরেজি, বাংলা বাদ দিয়ে ভূগোলের জ্ঞান বাড়াতে এত উৎসাহী কেন বুঝতে পারিনি। কর্মজীবনে অফিস আদালতে যখন চাকরি করবে, তখন কিন্তু সৌরজগৎ, হিমবাহ, সমুদ্র স্রোত কোন কাজে লাগে না, কাজে লাগে ইংরেজি বা বাংলায় ভাষা জ্ঞান। যারা ভূগোল নিয়ে দৈনিক সংবাদে এত গোল বাধাচ্ছে তাদের অবগতির জন্য বলছি, তোমাদের ভূগোলের অকৃতকার্যের সংখ্যা এত বেশী থাকে যে, প্রধান পরীক্ষক ৩৩ নম্বর দিতে পেরেশান। এই ফেলের পেছনে কিন্তু ভূগোল সিলেবাস আয়ত্ত করতে না পারা। আমি তোমাদের এই বলে এই অনর্থক চিঠি লেখালেখির অবসান করতে বলি যে, তোমরা কি পড়বে, কতটুকু পড়বে, তা ঠিক করবার জন্য সিলেবাস কমিটি রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা আছেন। তোমরা কি পড়বে, কতটুকু পড়বে তা যদি তোমরাই ঠিক করে ফেলতে তাহলে আর তাদের প্রয়োজন কি? তবে প্রস্তাব পরামর্শ দেয়ার জন্য আমরা আছি। আমি তোমাদের এই নিরর্থক লেখালেখি বন্ধ করবার উপদেশ দেই।

আবুল বাশার
সহকারী শিক্ষক
বিকরগাছা হাই স্কুল, খুলনা